FEB. 24 2001

ভোরের কাগজ

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার সময় বিরোধী দলের আন্দোলন

১০ লাখ পরীক্ষার্থী, অভিভাবক উদ্বিগ্ন

কাগজ প্রতিবেদক : মধ্য মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক মহল এবং ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী উদ্বিগ্ন। ঈদের পর মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সরকার পতন আন্দোলন জোরদার করার জন্য ৪ বিরোধী দল যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে এসএসসি পরীক্ষার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান নিয়ে এই উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সময় থাকতেই শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার সময়ে হরতাল না ডাকার জন্য রাজনীতিবিদদের অনুরোধ জানিয়েছেন। আগামী ১৫ মার্চ থেকে সারা দেশে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। প্রায় ১০ লাখ পরীক্ষার্থী এ দুটি পরীক্ষায় অংশ নেবে।

চারদলীয় বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ অবশ্য ঈদের পর আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আন্দোলন শুরু করে তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় একটি মহাসমাবেশ করে সরকারকে পদত্যাগের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁরা সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য মার্চে বেশ কয়েক দফা হরতাল ডেকে তাদের আন্দোলন তীব্রতর করবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত চার দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকেও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নে পরীক্ষা আলোচনাতেই আসেনি।

প্রসঙ্গত, ১৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষার লিখিত অংশ শেষ হবে ৩১ মার্চ। ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হবে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। এসএসসি পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে ৯ লাখ ৮৪ হাজার ১৫৫ জন ছাত্রছাত্রী। সারা দেশে সাতটি বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭৫০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্তরের দাখিল পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে ১৫ মার্চ। দাখিল পরীক্ষায় এ বছর অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ৫২ হাজার মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী। এই পরীক্ষা শেষ হবে ৫ এপ্রিল। সারা দেশে দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে ৩০০টি।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কিছুদিন বিরতি দিয়ে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হচ্ছে এইচএসসি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা। এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত তারিখ ১০ মে।

চারদলীয় বিরোধী জোটের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের দিন রাতেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সকল শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক আহ্বান

● এরপর - পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

১০ লাখ পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। মন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেছেন, পরীক্ষার সময় হরতাল ডাকা হলে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা ও শিক্ষাজীবন বিপন্ন হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে রাজনীতিকগণ জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকাবেন এবং সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার পরিবেশের কথা ভাববেন বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিকে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। সারা দেশে প্রশ্নপত্র ও খাতা পাঠানো শুরু হবে পরীক্ষা শুরুর এক সপ্তাহ আগে। বিভিন্ন বোর্ডে এখন প্রবেশপত্র প্রস্তুতির কাজ চলছে। প্রবেশপত্রের কাজ চূড়ান্ত হলে পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে তা পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো হবে।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আবুবকর সিদ্দিক বলেছেন, 'আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। রাজনীতিবিদরা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভাববেন এটাই আশা করি।' তিনি সরকার ও বিরোধী দল উভয় পক্ষের কাছে আবেদন রেখে বলেছেন, 'আপনারা অন্তত পরীক্ষার্থীদের বিড়ম্বনায় ফেলবেন না এবং পরীক্ষাকে হরতালমুক্ত রাখার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছবেন।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, মার্চে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা